তৃতীয় মাত্রা

পর্ব-৬৫০৬

উপস্থাপনা: জিল্লুর রহমান

আলোচক: আজকের অতিথি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও তৃণমূল কোর কমিটির ওম প্রকাশ মিশ্র, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি'র সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু, সিপিআইএম-এর তন্ময় ভট্টাচার্য এবং সাংবাদিক ও সিজিএস-এর ফেলো অয়নাংশ মৈত্র।

তারিখ: ২৫.০৫.২০২১

জিল্লুর রহমানঃ বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ। ভারত বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। এই সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়ন আছে। কখনো কখনো সেটি অম্লমধুর হয়ে দাঁড়ায়। ভারতে বাংলাদেশের যখনই কোন ঝড় উঠে এক দেশে ঝড় উঠছে আরেক দেশে তার ছোয়া লাগে। আবার আনন্দের বন্যায় ভেসে থাকলে অন্য আরেকটি দেশও আনন্দে ভেসে ওঠে। সম্প্রতি ভারতের কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ উল্লেখযোগ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক টা আরো নিবিড় কারণ আমাদের সংস্কৃতির মেলবন্ধন আমাদের ভাষার চেয়ে ঐক্যবদ্ধতা সব মিলিয়ে অন্যরকম সম্পর্ক। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির নির্বাচনের চেয়ে বাংলাদেশের মানুষের কাছে একটু আলাদা। কৌতুহলী এই নির্বাচনকে বাংলাদেশ পর্যবেক্ষণ করেছে বাংলাদেশ। সাময়িকভাবে ভারতের রাজনীতির প্রতি বাংলাদেশের মানুষের এক ধরনের আগ্রহ আর কৌতূহল আছে। হয়তোবা ভারতেও তেমনটা থাকলেও থাকতে পারে তা কিন্তু সবচাইতে বড় কথা সাম্প্রতিককালে ভারতের এনআরসি এবং সিএ এ নিয়ে বাংলাদেশের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আছে এবং সেগুলো কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এবং আরো সংবাদ মাধ্যমের পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের দিকে ঝোঁক ছিল আর নির্বাচনের ফলাফল আমরা জানি যে এই নির্বাচনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির প্রধান অমিত শাহ তারা নির্বাচনী ক্যাম্পে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন একাধিকবার। নরেন্দ্র মোদী যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অবস্থানের তিনি তখন সেখানে খানিকটা ক্যাম্পেইন করতে এসেছিলেন। সব মিলিয়ে আমিত শাহ বলছিলেন তারা নির্বাচনে দুশটি আসন পাবেন অন্যদিকে বা তৃণমূল থেকে বলা হচ্ছিল খেলা হবে শেষ পর্যন্ত খেলা হয়েছে এবং খেলায় একদিকে তৃণমূল জিতেছে তারা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। ক্ষমতায় বসেছে। অন্যদিকে বিজেপির পরাজয় হয়েছে সেটা বলা যাবে না কারণ হিসেবে জানা গেছে, আসন সংখ্যা ছিল এবারের নির্বাচনে তার আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলেছে অনেকখানি। এখানটাতেই প্রশ্ন যে এই ফলাফলের প্রভাব ২০২৪ সালের ভারতের লোকসভা নির্বাচনে কোন প্রভাব ফেলবে কিনা। মমতা ব্যানার্জিকে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক রাজনীতি থাকবেন নাকি তিনি জাতীয় রাজনীতিতে এখন মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারবেন এরকম নানা প্রশ্নে নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এবং বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি এখন টানাপোড়েন আছে। বর্ডার কিলিং তিস্তা এসব বিষয় নিয়ে নানবিদ আলোচনা হচ্ছে তিস্তার প্রসঙ্গে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বরাবরই বলে আসছে যে আর তারা চান কিন্তু মমতা ব্যানার্জির কারণে সেটি হচ্ছে না। মনমোহন সিংয়ের সময় আমরা একাধিক বার শুনেছি।

এখন যখন নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী আছেন তিনি একি কথা একাধিকবার বাংলাদেশে এসে বলেছেন। তাই সেখানটাতে কি কোনো পরিবর্তন হবে কিনা যেহুতু মমতা একই সাথে ক্ষমতায় বসছেন। এইসব নানা বিষয়ের উত্তর খোঁজার আমরা চেষ্টা করবো আমাদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য আজকে যুক্ত হয়েছেন কলকাতা থেকে যুক্ত হচ্ছেন তৃণমূল কোর কমিটির সদস্য এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক ওম প্রকাশ মিশ্র। আমাদের সঙ্গে কলকাতা থেকে যুক্ত হচ্ছেন বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের জেনারেল সেক্রেটরি সায়ন্তন বসু। আমাদের সঙ্গে কলকাতা থেকে যুক্ত হচ্ছেন কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া তন্ময়, ভট্টাচার্য সিপিএমের নেতা এবং আমাদের সঙ্গে নদীয়া থেকে যুক্ত হচ্ছেন সাংবাদিক এবং সেন্ট ফর গভর্ন্যান্স ফেলো অন অংস ভট্ট। স্বাগতম আপনাদের চারজনকে। আমি আলোচনা শুরু করতে চাই এবং ওম প্রকাশ মিশ্র। আপনাকে দিয়ে যেখানে মনে করা হচ্ছিল এখানে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে সেখানে কেমন লাগছে জয়ী হয়ে। ২১৩ টি আসন পাওয়া কি কল্পনার বাইরে ছিল কিনা মিস্টার ওম প্রকাশ মিশ্র।

ওম প্রকাশ মিশ্রঃ খুবি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন ছিল এবং সারা ভারতবর্ষ তাকিয়ে ছিল পশ্চিমবঙ্গে কি নির্বাচনী ফলাফল হয় তার দিকে। প্রত্যাশিতভাবেই তৃনমূল অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। ২৯২ তা আসনের মধ্যে আমরা ২০১৩ টি আসনে আমরা জয়লাভ করেছিল। তৃনমূল কংগ্রেস বাংলায় তৃতীয়বারের জন্য বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এটাকে তুলে ধরা এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব বাদ দিয়ে বাংলার মানুষ আবার নতুন করে বড় করে বৃহৎ আকারে তৃনমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে। একদিকে যেমন গত দশ বছরে সরকার কি কাজ করেছে এবং আগামী দিনে আমাদের কি পরিকল্পনা ছিল একি সাথে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতি কে কেন্দ্র করে যে ধরনের ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিল সেটাকে পরাজিত করা সম্ভবপর হয়েছে। অন্য আরেকটি দিক হচ্ছে, বিজেপি আগের তুলনায় ভাল ফলাফল করেছে এটা ঠিক বিজেপির পারফরম্যান্স কখনো কনসিস্টেন্স থাকেনি বাংলায়। এটা ঠিক পশ্চিমবঙ্গে এইবার ওরা যতগুলো আসন পেয়েছে সেটা আগের চেয়ে বেশি কিন্তু ২০১৯ সালে যে লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল সেটার তুলনায় অনেক কম। কিন্তু তৃনমূলের পারফর্মেন্স কখনো কমেনি। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের তাৎপর্য রয়েছে। ভারতবর্ষের সামাজিক সংহতি আরো মজবুত করার জন্য এবং ভারতবর্ষের যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাকে নতুন করে আবার ভারতবর্ষে মানুষের কাছে বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধবার জন্য।

জিল্লুর রহমানঃ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস কোন কোন বিশেষ কৌশল অবলম্বন করলেন যে কারণে এই কারণে এই ব্যাপক জয়। আমরা দেখেছি মমতা ব্যানার্জিঢ় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তাকে হসপিটালে থাকতে দেখলাম তো সেখানে একটু শুনতে চাই যে কৌশলগুলো কিছু ছিল এবং সামনের দিনগুলোতে আসলে আপনাদের রাজনৈতিক কোন কোন কর্মসূচি থাকবে এবং আমি একটু সেইসঙ্গে আরেকটু যোগ করে দিতে চাই প্রশান্ত কিশোরের ভূমিকা যিনি আপনাদের হয়ে ক্যাম্পাইনে ছিলেন তার কতটা ভূমিকা ছিল।

ওম প্রকাশ মিশ্রঃ রাজ্য সরকারের যে কাজ মমতা বন্দোপাধ্যায়ের যে কাজ সেটি রাজ্যের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। প্রথমতঃ যে কারণে বিজেপি বাংলার সংস্কৃতিকে, বাংলার ঐতিহ্য আমাদের বাংলার সৃষ্টিকে বিনষ্ট করার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করেছিল ওপর তার বিরুদ্ধে মানুষ কিন্তু সার্বিকভাবে একটা প্রতিবাদ করেছে। দ্বিতীয়তঃ ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরে নানবিধ পরিবর্তন করতে হয়েছিল। বিজেপি নির্বাচনে জয়ী হবার জন্য একটা আগ্রাসী মনোভাব পোষণ করেছে যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেছে সেটি বাংলার মানুষ ভালভাবে দেখে নি। প্রশান্ত কিশোরের

অর্গানাইজেশন আইপাক একটা ভাল ভূমিকা রেখেছিলেন কিন্তু সর্বোপরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব। ভারতবর্ষে সাংবিধানিক গণতন্ত্র রক্ষার্থে বাংলার মানুষরা এগিয়ে এসেছে।

জিল্লুর রহমানঃ আমি আসবো আবার আপনার কাছে। মি.সায়ন্তন বসু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই শুনতে চাই এইযে ৭৭ টি আসন এবং বড় ধরনের পরাজয়ের নেপথ্যের কারণ কি বলে মনে হয় যেখানে স্বয়ং প্রধানমন অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তি অমিত শাহ একাধিকবার ক্যাম্পাইনে এসেছে। যেখানে বলছিলেন যে ২০০ আসন পাবেন সেখানেই পরাজয়ের কারণ কেবল শুধু তাই নয় আপনারা তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে প্রার্থীকে আপনাদের দলে ভিড়িয়ে ছিলেন তার পরেই পরাজয়ের কারণ কি?

সায়ন্তন বসুঃ প্রথমেই আপনি বলেছেন, যে বিজেপি যে পরাজিত হয়েছে এমন নয়। অফিশিয়ালি পরাজিত হয়েছেন। ২০১২ সালে বামপন্থীদের বা সিপিএমের সরকার ছিল। তখন ২৩৫ টা আসন সরকার দলের ছিল। আজকের দিনের ১৯৪৬ সাল থেকে যা কখনো হয়নি প্রথমবার কংগ্রেস সিপিএম কারণ কোন বিধায়ক রইল না। আমাদের ভোট পার্সেন্টেজ ছিল গত বিধানসভা ভোটে ১০% আর ২০১১ সালে ছিল ৪%। ২০১৯ এর লোকসভা ভোটে আমরা পশ্চিমবঙ্গের ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে ছিলাম। এবার ৩ পার্সেন্ট এর মতো আমাদের ভোট কমে গেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট বেড়েছে ৫ শতাংশ। সিপিএম এবং কংগ্রসের সমষ্টিগত ভোট এবার ট্রানস্ফার হয়েছে। আমরা আমাদের যে লক্ষ লক্ষ পূর্ণ হতে পারেনি কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের পরাজয় হয়েছে। ইতিহাস ধরলে দেখবো পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে একবার কি দুইবার প্রধান বিরোধীদলের এত বেশি আসন পেয়েছে।

এইগুলা নিয়ে আমরা এখনো ভাবার জায়গায় আসেনি কারণ পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের পরে হানাহানি রক্তপাত হয়েছে। আজকেও মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে মহিলা আইনজীবীর একটা বড় অংশ প্রায় আড়াইশো জন তার ইন্টারফেরেন্স চেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ব্যক্তি ভারতবর্ষের প্রধান রাষ্ট্রপতি কে চিঠি দিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গের লও নিয়ে তারা হস্তক্ষেপ করবে। প্রতিপক্ষের ওম প্রকাশ যা বলছেন আমরা এতে অস্বীকার করতেছিনা যে অন্য দলের নেতা আসাতে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী আসাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যে সমর্থন লোকসভায় পেয়েছিলাম তার থেকে দুই শতাংশ সমর্থন আমাদের কম হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো দেশে দুটি দলের মধ্যে ভোট হয় যেখানে তৃতীয় ও চতুর্থ দলের ভূমিকা থাকেনা। আসামে এরচেয়ে কম ভোট নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৈরি করেছে। ভারতবর্ষে এখনো ১৩ টি প্রদেশের বিজেপির সরকার রয়েছে। প্রায় সব রাজ্যেই বিজেপির বিধায়ক বা সরকার রয়েছে। ৫৪৩ আসনে লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গে ৪২ টি আসন রয়েছে। ৪২ টি আসন রয়েছে যদি ৪২ টি আসনই জিতেন তাহলে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদের দাবীদার হবে এটা কেউ ভাবলে বলবো তার রাজনৈতিক জ্ঞান নেই। যদিও ভারতীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি থেকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করতেই পারেন। তাকে সংসদে দাড়িয়ে তা প্রমাণ করতেই হবে। আমাদের বক্তব্য আমরা হেরেছি সেটা আমরা মানতে রাজি নই তবে আমরা বলবো আমরা আমাদের লক্ষে পৌছাতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, এর যে একটা বিশাল প্রভাব আগামী দু'বছর পর লোকসভা নির্বাচনে পরবে সেটা হতে পারে। অবশ্যই আমাদের এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে আর পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে দাবানল চলছে সেখানে আমরা চিন্তিত আছি রাষ্ট্রপতি এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কে আজকে সমাজের বিশিষ্ট মানুষজনের মহিলা আইনজীবীরা নক করেছেন। তাদের ইন্টারফেরেন্স চেয়েছেন মনে হয় সে ব্যাপারেও তারা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যবস্থা নেবেন। সেদিকে

আমাদের লক্ষ্য আছে। ভারতের সংবিধান এই ক্ষেত্রে খুব স্পেসিফিক আ··· তাদের নির্দিষ্ট রোল দেওয়া আছে।

জিল্লুর রহমানঃ ধন্যবাদ আট দফায় নির্বাচন নিয়ে একটা বিতর্ক আমরা দেখেছি এটা কি বিজেপির স্বার্থে হল শুধুমাত্র নাকি সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে হয়েছিল?

সায়ন্তন বসুঃ আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা মোটামোটি আছে মাঝে স্বার্থে হয়েছিল দেখুন আমাদের দেশে যদি দীর্ঘদিন ধরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মোটামুটিভাবে আছে মাঝে ৭৫ থেকে ৭৮ তিন বছর বাদ দিলে সর্বভারতীয় স্থান তিনটে বছর বাদ দিলেন নির্বাচন কমিশন কনস্টিটিউশনের অধীনে। সেটা সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্যে আছে। কমিশনার কে তার টার্ন শেষ হওয়ার আগেই হুইচ ফ্রেন্ড ছাড়া তাকে কেউ সরাতে পারেনা। তাকে কেউ বাধ্য করতে পারেনা যে আট দফায় করবেন, ছয় দফায় করবেন অথবা পাঁচ দফায় করবেন। তার মনে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে যে হানাহানি সংঘাত-সংঘর্ষ হয়েছে ১৩০ জন কার্যকর্তা গত পাঁচ বছরে বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে বিজেপির কার্যকর্তা নিহত হয়েছে। গত নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরে প্রায়৪০জন নিহত হয়েছে। এত প্যারা মিলিটারি ফোর্স এখানে ব্যবস্থা করতে হয়েছে তার জন্য আট দফায় নির্বাচন হয়েছে। এটা একান্ত ভাবে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত। এরসাথে ভারতীয় জনতা পার্টি কোন সম্পর্ক নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকতে পারে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির ক্ষমতাসীন সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিশন কে কন্ট্রোল করে প্রভাবিত করে। ভারতবর্ষে এমন ব্যবস্থা নেই।

জিল্লুর রহমানঃ ধন্যবাদ। তন্ময়, ভট্টাচার্য এসময়ের প্রভাবশীল দল যারা দশকের পর দশক ক্ষমতায় থেকেছে। আজকে যেটি সেটিকে ভরা ডুবি বলাই সমীচীন হবে এবং প্রশ্ন হচ্ছে সেই ভরাডুবিতে কেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে কি বামপন্থার যে প্রয়োজনীয়তা গ্রহণযোগ্য সেটা ক্রমশ কমছে কিনা? একদম তলানিতে এসে ঠেকেছে কিনা?

তন্ময় ভট্টাচার্যঃ অপ্রত্যাশিত নেতিবাচক ফলাফল হয়েছে আমাদের। আমরা পরাজিত এই কথা আমাদের প্রথমে মানতে হবে। আমরা যেই রাজনীতি মানুষের কাছে নিয়ে গেছি সেটি বাংলার মানুষ আজকের পরিবেশ পরিস্থিতিতে গ্রহণ করেন নি। তৃনমূল কংগ্রেস তৃতীয়বারের জন্য সরকার হয়েছে। তৃনমূল কংগ্রেস দাবি করছে এটা তাদের কাজের সাফল্য। আমি মনে করি এই নির্বাচনে মানুষের কাছে প্রধান বিবেচ্য ছিল বিজেপিকে এই রাজ্যে ক্ষমতা না দেয়া। বিজেপির উগ্র আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদ বাংলার মানুষ পছন্দ করেনা।

বাংলার মানুষ হিন্দি ভাষার ওপর আধিপত্যবাদ গ্রহণ করতে চান নি। বাংলার মানুষ যেভাবে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার সমস্ত গুণীদের সম্পর্কে যেই ভয়ংকর অবমাননাকর মন্তব্য করে গেছে বাংলার মানুষ এটাকে তার সংস্কৃতির উপর আক্রমণ মনে করেছে। তার ঐতিহ্যের ওপর আক্রমণ মনে করেছেন। এই আক্রমণকে বাংলার মানুষ প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন। প্রতিহত করার মানে হচ্ছে বিজেপিকে কে পরাস্থ করা। বিজেপিকে কে হারাতে পারে এই প্রশ্নটা ঠিক তখন থেকে জন্মেছেন। কে হারাতে পারে এবং সেক্ষেত্রে মানুষের কাছে এক এবং একমাত্র অপশন হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস বা মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্ব।

জিল্লুর রাহমানঃ সেক্ষেত্রে কি আপনারা মনে করেন যারা আপনাদের এবং কংগ্রেসের সমর্থক গোষ্ঠী আছেন তারাও তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন?

তন্ময় ভট্টাচার্যঃ না না আমাদের ভোট বলে কিছু হয় এটি আমি বিশ্বাস করিনা। বিজেপির ভোট আমাদেরকে ভোট বলে কিছু হয় বলে আমি বিশ্বাস করিনা। ২০০৬ সালে যে মানুষগুলো তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে যে কারণে আমরা ২৩৫ টা আসন পেয়েছিলাম। সে মানুষগুলো ২০১১ সালে আমাদের ভোট দেন নি। আবার ২০১১ সালে যে মানুষগুলো ভোট দিয়েছিলেন সেই মানুষগুলোর একটা অংশ ২০১৪ অথবা ২০২০ সালে ভোট দেন নি। তৃণমূলের ৪৫% ভোট চিরকালের না আবার বিজেপি যে ৩৮% ভোট পেয়েছেন সেটা তাদের চিরকালের কেনা তাহলে ভুল। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উঠে যেত যদি এই ভোট কারো থেকে যেত। ভোটার যখন ভোট দেন তখন তিনি তার বিবেচনায় ভোট দেয়। সুতরাং যারা ভোট ট্রান্সফার বলেন তারা সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি কতটুক বুঝেন আমার জানা নাই। মানুষ তার নিজস্ব চেতনায় ভোট দিয়েছেন এবং এর ফলাফল আমার বিরুদ্ধে গেছে বলেই সেটি ভুল এটি বলবার মতো মানুষ আমি না।

জিল্লুর রাহমানঃ এখানে আপনারা খারাপ করলেন কিন্তু কেরালায় আবার প্রত্যাবর্তন করলেন এর পেছনের কারন কি?

তন্ময় ভট্টাচার্যঃ কেরালায় মানুষ মনে করেন মোদী বিরোধী আন্দোলনের ঝাণ্ডা বামপন্থিদের হাতে থাকা দরকার। বাংলার মানুষ মনে করেছেন মোদী বিরোধী ক্যাপ্টেন মমতা ব্যানার্জির হাতে থাকা দরকার।

জিল্লুর রহমানঃ ভারতের রাজনীতিটা মোদী বনাম অন্যান্য দলের তাই কি?

তন্ময় ভট্টাচার্যঃ রায়টা মোদী বিরোধী নয় এটি বিজেপি বিরোধী রায়। আসামেও যে বিজেপি জয়ী হয়েছে সেটিও এক দল মানুষকে ভোট দেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে তারা জয়ী হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতা টিকিয়ে রেখেছে একরকম গায়ের জোরে।

জিল্লুর রহমানঃ অয়ন অংস ভট্ট সাংবাদিক হিসেবে এই ফলাফল কেন হল?

অয়নাংশ মৈত্রঃ প্রথমে একটা জিনিস বলবো এইরকম নির্বাচন রাজ্যে খুব সম্ভবত হয়নি। এর কারন হল এখানে একটা বাইনারি কারন কাজ করেছে। বাংলাদেশে ৭৩ কোটি ভোটার এত সচেতন ভোটার এরআগে তারা কখনো দেখেনি। ভোটারদের যেখানে আগে বলে ভোট দেয়াতে হতো এখন ভোটারদের মধ্যে একটা ম্যাচুরিটি দেখা গিয়েছে। ২০১৪ নরেন্দ্র মোদী ডিজিটাল ক্যাম্পেইনকে ব্যবহার করা হয় এবং স্মার্ট ফোনের ব্যবহার মানুষজনকে আরও তথ্য জানতে সাহায্য করেছে। তৃণমূল এইবার দুইকোটি সাতাশী লক্ষ্য ভোট পেয়েছে এটা খুব বড় একটা ব্যাপার। দশ বছর তৃণমূল ক্ষমতায় থাকার পর বেশ কিছু দুর্বলতা তৃণমূলের ছিলো যে সুযোগটা বিজেপি নিতে পারেনি। অন্যান্য দলের সাংগঠনিক ক্ষমতার বাইরে ছিল।

জিল্লুর রহমানঃ সাইকোলজিকালি কোন প্রভাব কী পড়েছে? মোদী হটাও এমন কী কিছু?

অয়নাংশ মৈত্রঃ ওফ কোর্স। এটা একটা বড় ফ্যাক্টর। পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় অংশ বাংলাদেশের গোষ্ঠী। অনেকের সেকেন্ড জেনারেশন এখানে বড় হয়েছেন। তাদের মধ্যে একটা ভীতি রয়েছে যে তাদের কি ভয়াবহ দিন কেটেছে এই সকল বিষয়গুলো কাজ করেছে। বিজেপির পক্ষ থেকে একটা আস্থা তৈরি করতে পারেনি তাদের মধ্যে। তাদের মধ্যে এত লক্ষ্য মানুষকে বের করে দেয়া হয়েছে এই জিনিসটা সাংঘাতিক রকম ভীতি কাজ করেছে। মমতা ব্যানার্জি এই বিষয়টা খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছে। মোদী মনে

করেছেন এনআরসিসি বিষয়টা যে মমতা ব্যানার্জি রুখতে পারে তাদের মধ্যে সেই ক্ষমতাটা নেই। এই ভোটগুলো তৃনমূলের কাছে যোগ হয়েছে। তাই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারটা অবশ্যই এখানে জড়িত। আর একটা বিষয় হল ১০ বছর পর একটা শ্রদ্ধা তৈরি হয়। মমতা ব্যানার্জি সেই জায়গায় সুন্দর কাজ করেছেন এবং যেই জুলি জুলি প্রতিশ্রুতি ছিল যা পূরণ করা হয়নি সেইগুলো সামনে এনেছেন।

জিল্লুর রহমানঃ ২০২১ এর নির্বাচনের পর বাংলায় বিজেপি নির্বাচনকালীন কর্মসূচি এবং প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিজেপির ভূমিকা ও কর্মসূচি পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক সংশোধনী আইন নিয়ে রাজ্য বিজেপির কি মতামত?

সায়ন্তন বসুঃ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন বাংলাদেশে ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে পৃথিবী চেনে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আপনাদের বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কারণে বহু মানুষ যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু তারা এখানে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তারা না ভারতের নাগরিক থেকেছেন না ভারতের সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন। নানা সময় তারা বহুদল এই নিয়ে রাজনীতি করেছে। অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ভালো কথা খারাপ কথা সব বলেছে। কিন্তু প্রথমবারের মতো ভারতবর্ষের সংসদ নির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে তাদের জন্য আইন করা উচিত অত্যাচারিত নিপীড়িত নিগৃহীত সংখ্যালঘু মানুষ রয়েছে তাদেরকে আমরা শুধু আশ্রয় দিবোনা তাদেরকে আমরা নাগরিকত্ব দিবো। এটি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন যা সংসদে পাস হয়ে গেছে। আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে ভারত সরকারে এর গেজেট বাইর করবেন। এটি যেহুতু সংসদে পাস হয়ে গেছে এটি হবেই।

জিল্লুর রহমানঃ আপনি বাংলাদেশের কথা বললেন বাংলাদেশের ভিতরে এই নিয়ে উদ্বেগ আছে তবে আপনার দেশেই তো এই নিয়ে প্রতিবাদ আছে সেটি নিয়ে বলুন?

সায়ন্তন বসুঃ ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ এখানে ভিন্ন মত থাকবেই।

জিল্লুর রহমানঃ ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষও দেশ হিসেবে মানুষ চেনে তবে এর মাধ্যমে তারা ধর্ম নিরপেক্ষতা থেকে সড়ে গেছেন এটি অনেকেই বলছেন।

সায়ন্তন বসুঃ যারা মনে করে তারা ভুল মনে করে। ১৯৭৫ সালে ধর্ম নিরপেক্ষতা এই কংগ্রেসের নেতারাই ঢুকিয়েছিল। প্রতিবাদ হতেই পারে কিন্তু আমাদের বামপন্থী তিনি বললেন বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে সিপিএম এর পক্ষ থেকে মোদী বিরোধী ব্যাটিং করছে। মোদী বিরোধী মত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ১০০ জন মানুষের মধ্যে ৩৮ জন মোদীকে ভোট দিয়েছে আর পশ্চিমবঙ্গের 62 জন মানুষ মোদির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। আমরা কথা এই ৩৮ জন মানুষ কি ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নয়? যারা বলছেন এনআরসি করে ভোটাধিকার কেড়ে নেয়া হচ্ছে এটা ভুল তথ্য কারো অধিকার কেড়ে নেয়া হয়নি। নাগরিকত্ব নিয়ে কোন প্রশ্ন কর্মক্ষেত্রে উঠছে না কিন্তু হ্যাঁ নাগরিক হতে হবে এটা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই।

জিল্লুর রহমানঃ ধন্যবাদ আপনাকে। ওম প্রকাশ মিশ্রের কাছ থেকে ছোট ছোট কিছু প্রশ্ন আছে আপনি ছোট ছোট করে উত্তর দিলে আমাদের সুবিধা হবে। তিস্তা নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের অনেক উদ্বেগ আছে। উৎকণ্ঠা আছে। অনেক আগ্রহ আছে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যখনই বাংলাদেশে আসেন তারা আশ্বস্ত

করেন হয়ে যাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাপ মমতা ব্যানার্জির উপরে পরে। এইবার কি এটি নিয়ে কিছু উদ্যোগ আছে কিনা?

ওম প্রকাশ মিশ্রঃ কথা বলার আগে বেশ কিছু ভুল তথ্য এখানে পরিবেশিত হয়েছে। আপনাদের মত একটা তা প্রেস্টিজিয়াস চ্যানেলের দর্শকের অধিকার রয়েছে তারা যেন এই বিষয়টা জানে। ভারতবর্ষের সোশালিস্ট সেকুলার কথাটা কংগ্রেসের নেতা ধুকিয়ে দেন নি। এটা হচ্ছে কনস্টিটিউশন আমেন্ডমেন্ট করা হয়েছে সেটার ১৯৭৬ সাল ১৯৭৮ সালের ২১ তম সংবিধান সংশোধনীর অনেকটা বাদ দেওয়া হয়েছে। তখন বিজেপি পূর্বসূরী যারা ক্ষমতায় ছিল তারা কিন্তু সেটা কে বাদ দেয়নি। আগামীতে তারা এটিকে বাদ দিতে পারবে না। আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন কেন আর দফায় নির্বাচন হয়েছে কারণটা হচ্ছে যাতে বিজেপির প্রচার করতে সুবিধা হয়। তাদের আসামে এক ধরনের মিথ্যে কথা বলার প্রয়োজনই ছিল আর বাংলায় অন্য ধরনের মিথ্যা কথা বলা প্রয়োজনীয়তা ছিল তাই আসামের নির্বাচন শেষ হবার পরবর্তী সময় বেশি সংখ্যার আসন নির্বাচনটা পশ্চিমবঙ্গে করা হয়েছে। ইলেকশন কমিশন অবশ্যই একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি কিন্তু বর্তমানে মোদি সরকারের আমলে তার দিনদিন অবক্ষয় হচ্ছে। একই সাথে বিজেপি এগুলোকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছেন। বাংলা মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছে। এই নির্বাচনের প্রতিফলনই আজকে বাংলা নির্বাচন, তামিলনাড়ু নির্বাচন, কেরালা নির্বাচন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সিপিআইয়ের ভোট দেওয়ার শতাংশ গত 10 বছরে দিন দিন কমে যাচ্ছে। বিজেপি ৩৮ শতাংশ ভোট পেয়েছেন এবং লোকসভার ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েছেন বাংলা মানুষ যারা ভালো করে রাজনৈতিক চর্চা করে ওরা জানে যে বাংলার মানুষ এই ভোটটা কাদের সমর্থনে দিয়েছেন। আর এটা যে বলা হচ্ছে যে, এই নির্বাচনটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ছিল মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু এটা একটা দিক গত ১০ বছরে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে পাবলিক পলিসি তে একটা গ্লোরিয়াস চ্যাপ্টার এখানে বাংলায় রচনা হয়েছে। ভারতবর্ষে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে একটি অনন্য উদাহরণ বাংলায় রচিত হয়েছে। তাই এই নির্বাচনটা আসলে বিজেপির বিরুদ্ধে আমাদের রাজনৈতিক লড়াইয়ে একটি প্রতিফলন। পাশাপাশি রাজ্য সরকার কি কাজ করেছে এতে উঠে এসেছে।

তিস্তা চুক্তি নিয়ে আপনি বলছিলেন পশ্চিমবঙ্গে কি মতামত। এটা পশ্চিমবঙ্গের কোন আলাদা স্ট্যান্ড না। ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্যের সরকার এবং তাদের মধ্যে বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে এই সকলের তিস্তাচুক্তি বিষয়গুলো নির্বাচন হয়। এখানে পশ্চিমবঙ্গের সরকার কে আলাদা করে টেনে নিয়ে আসার কোন প্রশ্ন নেই। আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন চুক্তি হবে সেটি ভারত সরকারের মধ্যেই হবে। আর ভারত সরকারের মধ্যে যে সকল অঙ্গরাজ্য রয়েছে সেখানে বাংলা ইনক্লুডেড। সেখানে তাদের ওপর ভূমিকা থাকবে কিন্তু সেটি অবশ্য আমাদের দেশের কনটেন্টে।

জিল্লুর রহমানঃ এই নির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্য প্রশাসনে কোন পরিবর্তন কি দেখা যাবে?

ওম প্রকাশ মিশ্রঃ নতুন সরকার আসার ফলে অনেক কিছুই ট্রান্সফার হয়। তবে আমরা যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেগুলো হচ্ছে বয়স্ক মানুষদের হাত খরচের, আর তার সাথে রেশনের প্রতিশ্রুতি, স্টুডেন্টদের দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্কলার্শিপ। এই সকল প্রতিশ্রুতি আমরা প্রতিফলন করব। সাইক্লোন সম্পর্কিত প্রিপারেশন, কোভিড নিয়ে আমাদের প্রিপারেশন রয়েছে তবে আগামী দিনে বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই বিরুদ্ধে বাংলা রচনা করেছে। তার মানে আপনি আশা করছেন যে, বাংলায় তৃণমূল অতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। অবশ্যই আমাদের ৩৫ জন লোকসভা,

রাজ্যসভা নির্বাচনে আসন পেয়েছেন। সেটি আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে। তার মানে বোঝা যাচ্ছে, বেঙ্গল জাতীয় রাজনীতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে আগামীতে।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার তন্ময় ভট্টাচার্য্য আপনি আমাদের বলবেন যে নির্বাচন পরবর্তী সিপিএমের কর্মসূচি ঠিক কি ধরনের এবং এই নির্বাচন পরবর্তী রাজ্যে হিংসা তান্ডব চলছে সে ক্ষেত্রে আপনার মতামত কি?

তন্ময় ভট্টাচার্য্যঃ নির্বাচন পরবর্তী বিভিন্ন এলাকায় অশান্তি চলছে। সাড়ে তিনশ'রও বেশি পরিবার তাদের বাড়িতে ঢুকতে পারছেন না। যারা বিজয়ী হয়েছে তাদেরকে সংযত থাকতে হয়। সবচেয়ে বেশি কিন্তু এখানে তারা সবচেয়ে বেশি অসংযত। পুকুরের মাছ নিয়ে যাওয়া, ক্ষেতের ফসল নিয়ে নেয়া, রেশন কার্ড কেটে নেওয়া হয়েছে। কারো পুকুরের মাছ তুলে নেয়া হয়েছে। এরকম অনেক রয়েছে আমি নাম ধরে ধরে বলতে পারবো। সব মিলিয়ে একটা রাজনৈতিক হিংসা কংগ্রেস থেকে চালানো হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি প্রথম আবেদন নিতেই হবে যে, রাজনৈতিক হিংসা বন্ধ করতে হবে। তিনি মানুষের ভোটে জয়ী হয়েছে আমরা পরাজিত কিন্তু আমরা পরাজিত বলে আমাদের কি বেঁচে থাকার অধিকার নেই? রেশন পাওয়ার অধিকার নেই? আমাদের সুস্থ থাকার কোন অধিকার নেই? দুয়ারে মদ প্রকল্পের সরকার পৃথিবীর কোন দেশ কখনো ভাবেননি কিন্তু এই রাজ্য সরকার ভাবছে। ইতিমধ্যে আমাদের ভারতীয় টেলিভিশনের এই প্রকল্পে উৎসাহিত ভারতীয় একমত ব্যবসা ইন্টারভিউ দিয়েছেন। কোন ভোট কারো চিরকালের নয়। নিশ্চয়ই যদি সরকার ভালো কাজ করে তাহলে জনগণের সরকারকে অবশ্যই সুযোগ দিবে। যেমন আমাদের তো সাতবার সুযোগ দিয়ে আটবারের মাথায় হারিয়েছে। সাত সাতটা বিধানসভার নির্বাচনে জিতে অষ্টম বার আমরা হেরেছি। এই যে যারা এবার তৃণমূলকে তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায়নের অবশ্যই তারা ভুল না নিশ্চয়ই নয় রাজনৈতিক টি চলমান বিজ্ঞান। একটা গতিশীল। বিজ্ঞান মানুষের রাজনীতিতে মানুষের চূড়ান্ত ফল হিসেবে যেটা বিবেচনা করে সেই কমিটির মানুষ ব্যবহার করে। আগে বাম পড়ে বাম কোন বামপন্থীদের তত্ত্ব না। বামপন্থী কে দুর্বল করার জন্য মমতা ব্যানার্জি, বিজেপি এবং নিজের তৈরি করা তথ্য আমাদের অনেক লোক বিভ্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আমাদের নাম বামপন্থীদের দুর্বল করা আন্তর্জাতিকভাবে। সবচাইতে বড় টার্গেট আন্তর্জাতিক ভারতীয় মিডিয়া। আগেই ধরনের ক্যাম্পেইন শুরু করে প্রচার করা তার প্রভাব মানুষের মধ্যে পড়েছে। এই ধরনের তথ্য আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয়।

জিল্লুর রহমানঃ অয়ন অংস ভট্ট আপনার কাছে জানতে চাই, আপনি শুনেছিলেন তিন নেতার বক্তব্য। স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে কি ধর্ম পরিবর্তন আপনি দেখতে পান?

অয়নাংশ মৈত্রঃ আমি বক্তব্যে যাওয়ার আগে একটা কথা বলতে চাই যে তিস্তার পানি নিয়ে এখন কি হবে সেটি বেঙ্গল ঠিক করবে।

জিল্লুর রহমানঃ প্রফেসর ওম প্রকাশ বলছিলেন এটি কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করবেন।

অয়নাংশ মৈত্রঃ দেখুন আমরা আগেও দেখেছি মনমোহন সিং যখন গিয়েছিল বাংলদেশে তখন মমতার কারণে চুক্তি হয়নি। এখন যেটা মেইন সমস্যা সেটা হচ্ছে আমাদের উত্তরবঙ্গের তিস্তার পানি দেওয়ার পর কোনভাবেই জল থাকে না। তার কারণে বাংলাদেশের বাইশটা নদী শুকিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা যদি জল

দেই তাহলে আমাদের নিজেদের কাছেই পানি থাকবে না। আর এই কারণে আমাদের রাজ্য সরকার এতে রাজি হয়নি। কি হবে সেটি ভবিষ্যতই বলে দিবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মুখ্য ভূমিকা রাখবে আর যদি কখনো বাংলাদেশের বিএনপি আসে তাহলে আসলেই সেটি আবার ফেইল কারণ আপনারা দেখেছেন এরইমধ্যে চীন থেকে পানিতে বাঁধ দেওয়ার জন্য ওয়ান বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নির্বাচনের কথা যদি বলি দুজনই যা বলেছেন তার সঙ্গে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সহমত। তবে একটা বিষয় যেটা বলা হয়নি বেঙ্গলি ইলেকশনে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর ছিল মুসলিম এবং মহিলা ফ্যাক্টরি। এই মহিলারা প্রায় ৪৯.০৮% মত তাদের সংখ্যা। এই ভুলগুলো ছিল মুখ্য এবং ইমোশনালি ভোট দেয়ার সময় এইগুলো কাজ করেছে। জাতীয় রাজনীতিতে কি ধরনের পরিবর্তন আসবে সেটি এখন সময়ের বিষয়। অলরেডি বিজেপির উপর সবার একটা বিতৃষ্ণা কাজ করছে। রাজ্যসভা কেউ তাদের মেজরিটি ৯৩ শতাংশ। ইতিমধ্যে তাদের ভাঙ্গন ধরেছে। মোদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটু বড়োসড়ো মুখ তালিকা এইযে বিরোধিতার জন্যই তারা একবার সামনে চলে আসছে। আমার মনে হয় মোদিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি সংঘবদ্ধ দল তৈরি হচ্ছে। আরেকটা বড় ভ্যাকেন্সি ২০১৯ এ যখন মোদি ক্ষমতায় এলেন উনার বিরুদ্ধে কোনো কম্পিটিটর ছিল না। শচীনের সাথে খেলতে গেলে যেরকম গলি ক্রিকেটাররা খুব একটা ভালো করে না তার জন্য সাকিবকে দরকার। এমন রাজনীতিতেই একটা ভালো চেকমেট কম্পিটিটর দরকার। ২০১৯ সালে মোদি সরকারের কোন চেকমেট কম্পিটিটর ছিল না এবং এই নির্বাচনে আমরা দেখেছি তৃণমূলের মমতা ব্যানার্জির কোন কম্পিটিটর ছিল না।আগামী লোকসভা নির্বাচনের মোদির সঙ্গে চ্যালেঞ্জ আরো বাড়ছে।

জিল্লুর রহমানঃ আমরা একবারে শেষ প্রান্তে মিস্টার তন্ময় ভট্টাচার্য এবং ওম প্রকাশের যদি কিছু বলার থাকে। ৩০ সেকেন্ডে।

ওম প্রকাশ মিশ্রঃ ধন্যবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার জন্য। আগে অনেকবার বলেছি বাংলাদেশ এগিয়েছে। বাংলাদেশ মূল্য চিন্তাভাবনা উন্নতি হয়েছে।

আমি বলতে চাই যে, বাংলাদেশে খুব ভালো কাজ করছে। খুব ভালোভাবে এগোচ্ছে। আজ থেকে ২১ বছর আগের কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ মাচ নট ফরগেট জিওগ্রাফি ইন্ডিয়া। ভারত নট ওভার এক্সপ্রেস হিস্ট্রি। আগামী দিনে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক আরও মজবুত হবে সেটি আশা করছি। ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র সেটাকে আরও মজবুত করা হবে যাতে করে বাংলাদেশে আরও শক্তিশালী হয়। সেটাও আমাদের আশা।

তন্ময় ভট্টাচার্যঃ আমি আপনাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। বাংলাদেশের সমস্ত মানুষকে ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি মনে করি এপার বাংলা এবং ওপার বাংলা ব্রিটিশ চক্রান্তে দেশভাগের সময় বিপক্ষ হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখনো তাদের সংস্কৃতি এক। ওপার বাংলার ভূমি পর বাংলা রবি ঠাকুর এবং নজরুলকে আলাদা করতে পারে না। ওপার বাংলা এপার বাংলা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কে আলাদা করতে পারেন না। এপার বাংলা ওপার বাংলা কখনো হুমায়ূন কবিরের সাথে শামসুল আহমেদ, সমরেশ মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কে আলাদা করতে পারে না। বাংলা পরস্পরের সংস্কৃতিতে একত্রিত। একে অপরের প্রতি টান অনুভব করে। সে দুই বাংলার চেতনা একসাথে বিস্তৃত হয়ে বাংলা একসাথে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে আধিপত্যের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়ায় করবে।

জিল্লুর রহমানঃ অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের চারজনকে। অনেক ধন্যবাদ আমাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য। কথা হচ্ছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনকে নিয়ে এবং ভারতের রাজনীতি এবং তারা বলছিলেন ভোট কারো চিরকালের নয়। এটি মাথায় রাখতে হবে। রাজনীতিতে এটি আসলে বড় শিক্ষা। সেটি অবশ্য রাজনীতিবিদরা যখন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চান এবং জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্ব টা বোঝেন। ভারত ভালো থাকলে বাংলাদেশ ভালো থাকবে। প্রতিবেশী কেউ কাউকে অস্বীকার করতে পারবেন। ভারত ভালো থাকলে বাংলাদেশ ভালো থাকবে এবং ভারতকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে দক্ষিণ এশিয়ার বা প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে একটা ভালো সম্পর্ক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। নিঃসন্দেহে বাংলার মানুষের প্রতি যে বন্ধন, ভাষাবন্ধন সেটি কোন অংশেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। একইসাথে সঙ্গে বাংলাদেশের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা যে রাজনীতির সেটি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।